সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ
শিক্ষক পরিষদ গঠনতন্ত্র (সংশোধিত)
৩১ মে ২০১৭ খ্রি.
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

অধ্যায় ০১: শিরোনাম ও বাস্তবায়ন

অনুচ্ছেদ ০১- এই নীতিমালা 'শিক্ষক পরিষদ গঠনতন্ত্র নীতিমালা' নামে অভিহিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ০২- এই নীতিমালা সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ এর জন্য প্রযোজ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ ০৩- এই নীতিমালা স্বাক্ষরিত হওয়ার দিন থেকে কার্যকর হইবে।

অধ্যায় ০২: সংজ্ঞা

এই গঠনতন্ত্রে অন্যরূপ বর্ণিত না হইলে ঃ

ক. কলেজ' বলিতে ''সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ'' বুঝাইবে।

খ. পরিষদ' বলিতে ''সরকারি হরগঙ্গা কলেজ শিক্ষক পরিষদ, মুন্সীগঞ্জ'' বুঝাইবে। 'নির্বাহী পরিষদ' এবং 'সাধারণ পরিষদ' এর সমন্বয়ে ইহা গঠিত হইবে।

গ. পরিষদের সকল সদস্যের সমন্বয়ে 'সাধারণ পরিষদ' গঠিত হইবে।

ঘ. গঠনতন্ত্র' বলিতে ''সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ'' এর শিক্ষক পরিষদের 'গঠনতন্ত্র' বুঝাইবে।

ঙ. সদস্য' বলিতে ''সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ'' এর শিক্ষক পরিষদের সদস্য বুঝাইবে।

চ. মেয়াদ বলিতে ১ জুলাই হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত ১ বছরে সময়কাল বুঝাইবে।

ছ. সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক এর সমন্বয়ে নির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে।

অধ্যায় ০৩: এই পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

ক. বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষানীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সদস্যদের সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পরিবেশ গড়িয়া তোলা।

খ. কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়িয়া তোলা এবং শিক্ষার মান উন্নত করা।

গ. কলেজের চৌহদ্দির মধ্যকার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করা।

ঘ. সদস্যদের পেশাগত অভিযোগ-অনুযোগের প্রতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং ইহার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঙ. সদস্যদের চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা অধিকতর উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে দেশের অন্যান্য সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদ এবং বাংলাদেশের সরকারি কলেজ শিক্ষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সমিতি বা সমিতিসমূহের অথবা অনুরূপ সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষা এবং সহযোগিতা করা।

চ. সদস্যদের পেশাগত ও পেশা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ছ. সদস্যদের চিত্তবিনোদনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে গঠিত কলেজের শিক্ষক ক্লাব যথাযথভাবে পরিচালনা করা।

জ. পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।

অধ্যায়: ০৪: সদস্য পদ ঃ

ক. এই কলেজে কর্মরত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, গ্রন্থাগারিক, প্রদর্শক, সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং শরীর চর্চা শিক্ষক যাঁহারা সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত তাঁহারাই এই পরিষদের সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

খ. প্রত্যেক সদস্যকে পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে স্থিরকৃত হারে মাসিক চাঁদা অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে।

গ. কোন সদস্য পরিষদের স্বার্থ ও সম্মানের পরিপন্থী কোন কাজ করিতে পারিবেন না।

ঘ. পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সকল সদস্যকে মানিয়া চলিতে হইবে।

অধ্যায় ০৫: নির্বাহী পরিষদ গঠন কাঠামো ঃ

ক. এই নির্বাহী পরিষদ নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদ মতে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট হইবে:

অনুচ্ছেদ ০১- সভাপতি ঃ কলেজের অধ্যক্ষ পদাধিকারবলে পরিষদের সভাপতি থাকিবেন। অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ০২- সহ-সভাপতি ঃ কলেজের উপাধ্যক্ষ পদাধিকারবলে পরিষদের সহ-সভাপতি থাকিবেন।

অনুচ্ছেদ ০৩- সম্পাদক ঃ সদস্যগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে এক বৎসরের জন্য সম্পাদক নির্বাচিত করিবেন। তবে নতুন সম্পাদক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কার্যরত সম্পাদক এই পদে বহাল থাকিবেন।

অনুচ্ছেদ ০৪- যুগ্ম সম্পাদক ঃ সদস্যগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে এক বৎসরের জন্য যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করিবেন। তবে নতুন যুগ্ম-সম্পাদক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কার্যরত যুগ্ম-সম্পাদক এই পদে বহাল থাকিবেন।

অনুচ্ছেদ ০৫- সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক ঃ সদস্যগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে এক বৎসরের জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক নির্বাচিত করিবেন। তবে নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কার্যরত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক এই পদে বহাল থাকিবেন।

অনুচ্ছেদ ০৬- ক্রীড়া সম্পাদক ঃ সদস্যগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে এক বৎসরের জন্য ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত করিবেন। তবে নতুন ক্রীড়া-সম্পাদক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কার্যরত ক্রীড়া-সম্পাদক এই পদে বহাল থাকিবেন।

অনুচ্ছেদ ০৭- অর্থ সম্পাদক ঃ সদস্যগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে এক বৎসরের জন্য অর্থ সম্পাদক নির্বাচিত করিবেন। তবে নতুন অর্থ সম্পাদক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কার্যরত অর্থ সম্পাদক এই পদে বহাল থাকিবেন।

অধ্যায় ০৬: সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, এবং অর্থ সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি

অনুচ্ছেদ ০১- সভাপতি ঃ

(১) তিনি পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) কলেজের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখিবার জন্য সময়ে সময়ে তিনি পরিষদের সহিত মত বিনিময়, আলোচনা ও পরামর্শ করিবেন।

(৩) এই পরিষদের বার্ষিক নির্বাচনে তিনি কোন প্রার্থীর নাম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পরিবেন না।

(৪) সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতানৈক্য দেখা দিলে, সভাপতির ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

অনুচ্ছেদ ০২- সহ-সভাপতি ঃ

(১) তিনি সভাপতিকে তাঁহার কাজে সহায়তা করিবেন।

(২) সভাপতির অনুপস্থিতিতে; সহ-সভাপতি ডিডিও প্রাপ্ত হইলে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ০৩- সম্পাদক ঃ

(১) তিনি সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে ও তাঁহার সম্মতিক্রমে পরিষদের সভা আহবান করিবেন।

(২) তিনি পরিষদের কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

(৩) তিনি পরিষদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(৪) তিনি সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে ও তাঁহার সম্মতিক্রমে কলেজের ভিতর ও বাহিরের সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিষদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

(৫) তিনি পরিষদের বিভিন্ন সভার বিজ্ঞপ্তি সদস্যগণকে অবহিত করিবার বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

(৬) তিনি পরিষদের সদস্যদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন এবং কল্যাণের জন্য গঠনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(৭) তিনি পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যবিধ দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৮) তিনি কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়িয়া তোলা এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে অধ্যক্ষ বা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপে সহযোগিতা করিবেন।

অনুচ্ছেদ ০৪- যুগ্ম সম্পাদক ঃ

(১) তিনি সম্পাদককে তাঁহার কাজে সহায়তা করিবেন।

(২) সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে বা কোন কারণে সম্পাদকের পদ শূন্য হইলে তিনি সাময়িকভাবে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন। (অনধিক তিন মাস)

(৩) তিনি (সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে) পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ০৫- সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক ঃ

(১) তিনি সম্পাদককে তাঁহার কাজে সহায়তা করিবেন।

(২) সহকর্মীদের সৃজনশীল মেধা বিকাশ ও বিনোদনের জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করিবেন।

(৩) কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য গঠিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) তিনি (সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে) পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ০৬- ক্রীড়া সম্পাদক:

(১) তিনি সম্পাদককে তাঁহার কাজে সহায়তা করিবেন।

(২) শিক্ষক ক্লাব এর খেলাধুলার ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) তিনি (সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে) পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ০৭- অর্থ সম্পাদক:

(১) তিনি সম্পাদককে তাঁহার কাজে সহায়তা করিবেন।

(২) তিনি পরিষদের সমস্ত হিসাব নিকাশ সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) তিনি (সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে) পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত পালন করিবেন।

অধ্যায় ০৭. সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক- এর অপসারণ, পদত্যাগ ও আসন শূন্য হওয়া

অনুচ্ছেদ ০১- অপসারণ ঃ পরিষদের স্বার্থবিরোধী কাজকর্মের জন্য সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক স্ব-স্ব পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে। এই উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যক্ত করিয়া পরিষদের অন্তত ঃ এক-চতুর্থাংশ সদস্য সভাপতিকে সম্বোধন করিয়া সুনির্দিষ্ট পদের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করিলে সভাপতি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত অভিযোগ বিবেচনার জন্য পরিষদের বিশেষ সভা আহবানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এইরূপ সভায় অভিযোগ বিবেচনান্তে পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশ গোপন ভোটের মাধ্যমে অপসারণ প্রস্তাব সমর্থন করিলে এ প্রস্তাব পাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজ্য পদ হইতে উল্লিখিত পদাধিকারী অপসারিত হইবেন।

অনুচ্ছেদ ০২- পদত্যাগ ঃ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক অথবা অর্থ সম্পাদক-যে কেহ ইচ্ছা করিলে স্ব স্ব পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক সভাপতির নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করিতে হইবে। সভাপতি কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পদত্যাগ কার্যকর হইবে।

অনুচ্ছেদ ০৩- পদ শূন্য হওয়া ঃ বদলি, চাকুরী হইতে পদত্যাগ, মৃত্যু, সাময়িক বরখাস্ত অথবা পি.আর.এল. এ গমনের কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পদ শূন্য হইবে। বদলির ক্ষেত্রে বিমুক্ত হইবার তারিখ হইতে পদটি শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে। পদত্যাগ, মৃত্যু, সাময়িক বরখাস্ত, পি.আর.এল. ইত্যাদি (যখন যাহা প্রযোজ্য) সংঘটিত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদ শূন্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অধ্যায় ০৮. নির্বাহী পরিষদের শূন্যপদ পূরণ এবং সাময়িক ব্যবস্থাপনা ঃ

অনুচ্ছেদ ০১- সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক যে কেউ পদত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে বা পদ শূন্য হইলে সভাপতি পরিষদের অন্য যে কোন সদস্যকে জরুরী ভিত্তিতে কাজ চালাইয়া যাইবার দায়িত্ব অর্পণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ০২- অপসারণ, পদত্যাগ অথবা অন্য কোন কারণে পদ শূন্য হইলে শূন্য পদে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অধিকাংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে নির্বাচনের উক্ত সময়সীমা আরো ১৫ (পনেরো) দিন বর্ধিত করা যাইতে পারে।

অধ্যায় ০৯. নির্বাহী পরিষদের গঠন ঃ

অনুচ্ছেদ ০১- এ পরিষদের সভাপতি ও সহসভাপতি পদাধিকার বলে নির্বাচিত হইবেন। ইহা ব্যতিত অন্যান্য পদ যেমন- সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক প্রতি বৎসর জুন মাসে পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের জন্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন। কলেজের ছুটি, পরীক্ষা ইত্যাদির কারণে জুন মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হইলে এই সকল কারণ দূরীভূত হইবার অনধিক ০৭ (সাত) দিনের অর্থাৎ ০৭ জুলাই মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।কোন পদের জন্য দুই বা ততোধিক প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট পাইলে লটারির মাধ্যমে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ০২-নির্বাচনের জন্য সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শ করে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে অন্তত ঃ ৭ (সাত) দিনের নোটিশে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান করিবেন। যদি ১ম সপ্তাহে সম্পাদক বার্ষিক সাধারণ সভার বিষয়ে সভাপতির সহিত পরামর্শ না করেন তবে জুন মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যেই সভাপতি এককভাবে বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান করিবেন।

অনুচ্ছেদ ০৩- পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার জন্য সভাপতি কর্তৃক (সাধারণ সভার পূর্বে) তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি অডিট টিম গঠিত হইবে। অডিট টিম বার্ষিক সাধারণ সভায় রিপোর্ট পেশ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ০৪- সভাপতি সাধারণ সভার পূর্বে শিক্ষক পরিষদ নির্বাচন পরিচালনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন; যাহার একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দুইজন নির্বাচন কমিশনার হইবেন।

অনুচ্ছেদ ০৫- যে সকল সদস্য তাঁহাদের নিকট প্রাপ্য পরিষদের সকল বকেয়াসহ নির্বাচনের পূর্ববর্তী মাসের চাঁদা পরিশোধ করিয়াছেন কেবল তাঁহারাই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে নির্বাচনের মাসে যোগদানকারী সদস্যগণ পরিষদের চাঁদা পরিশোধ ছাড়াই সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ ০৬- নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর ১ জুলাই বা নির্বাচন সংঘটিত হইবার পরবর্তী কর্মদিবসে (যে দিবস পরে আসিবে) নব-নির্বাচিত কর্মকর্তাদের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ০৭- নির্বাচন সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে জটিলতা নিরসনে সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অধ্যায় ১০. নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

অনুচ্ছেদ ০১-প্রধান নির্বাচন কমিশনার:

(১) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবেন। তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, তাহা দাখিল, প্রার্থিতা প্রত্যাহার, মনোনয়নপত্র যাচাই-এর তারিখ ও চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করিবেন।

(২) বার্ষিক সাধারণ সভার দিনে তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন এবং নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফল সংগ্রহ করিয়া সভাপতিকে প্রদান করিবেন।

(৩) গঠনতন্ত্র বহির্ভূত কোন কাজ করিলে বা এতদ্‌সংক্রান্ত কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে যাহা নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে অথবা শিক্ষক সংহতি বিনষ্ট করিতে পারে অথবা উভয় সমস্যা সংঘটিত হইতে পারে; এক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশন জড়িত ব্যক্তির/ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন তৈরি করে সভাপতিকে প্রদান করিবেন।

(৪) নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণার পর নির্দিষ্ট সময়ে যে কোন পদে যদি একজন প্রার্থীও না পাওয়া যায় অথবা কেউ কোন পদে প্রার্থী হতে অপারগতা প্রকাশ করেন তবে সভাপতি শিক্ষকদের মধ্য থেকে যে কোন এক জনকে ঐপদে সিলেকশন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ০২- নির্বাচন কমিশনার:

(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কাজে সহযোগিতা করিবেন।

অধ্যায় ১১. সভা ঃ

অনুচ্ছেদ ০১- সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে ও তাঁহার সম্মতিক্রমে সম্পাদক পরিষদের সকল সভা আহ্বান করিবেন। সাধারণ সভার জন্য অন্তত ঃ ৩ (তিন) দিনের এবং জরুরি সভার জন্য অন্তত ঃ ১২(বার) ঘন্টার বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজন হইবে। বিশেষ জরুরি সভার জন্য অন্ততঃ ১ (এক) ঘন্টার বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজন হইবে।

অনুচ্ছেদ ০২- গঠনতন্ত্র বা গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপধারা বা এর অংশ বিশেষ পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য যে সভা আহ্বান করিতে হইবে তাহা বিশেষ সভা হিসেবে গণ্য হইবে, যাহার জন্য অন্তত ঃ ৭(সাত) দিনের বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজন হইবে।

অনুচ্ছেদ ০৩- বার্ষিক সাধারণ সভা বলিতে যে সভায় পরিষদের কার্যকাল সমাপনান্তে সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ, অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন ও অনুমোদন এবং নতুন পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হইবে, তাহাকেই বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ ০৪- দুইটি সাধারণ সভার অধিবেশনের মধ্যবর্তী বিরতি ৬০ (ষাট) দিনের বেশি হইবে না।

অনুচ্ছেদ ০৫- সাধারণ সভার জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ এবং জরুরী ও বিশেষ জরুরী সভার জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্ততঃ এক- চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে। সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

অনুচ্ছেদ ০৬- তলবী সভা ঃ

পরিষদের অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ সদস্য কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য সাধারণ সভা আহ্বানের উদ্দেশ্যে সম্পাদককে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাইলে তিনি বিষয়টি সভাপতির গোচরে এনে ১৫ দিনের মধ্যে সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করিবেন। এই সময়ের মধ্যে সম্পাদক সভা আহ্বান করিতে ব্যর্থ হইলে অনুরোধকারী সদস্যগণ সভাপতিকে উক্ত অনুরোধ জানাইবেন। এইরূপ অনুরোধ হইলে সভাপতি ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সভা আহ্বান করিবেন।

অধ্যায় ১১. গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপধারা পরিবর্তন, সংশোধন, পরিমার্জনের জন্য পরিষদের অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ সদস্য সম্পাদককে সম্বোধন করিয়া সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব লিখিতভাবে উপস্থাপন করিলে সম্পাদক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পরিষদের বিশেষ সভা ধারা ১০ (খ) আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এইরূপ সভায় সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনান্তে পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে (গোপন/কণ্ঠ ভোট/ব্যালটে) গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব বা ইহার অংশ বিশেষ (যখন যাহা প্রযোজ্য) গৃহীত হইবে।

অধ্যায় ১২.আয় ও ব্যয়ঃ

অনুচ্ছেদ ০১- আয় ঃ এই পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত মাসিক সদস্য- চাঁদা, বিশেষ কর্ম উপলক্ষে ধার্যকৃত চাঁদা, সরকার/ অধ্যক্ষ/ সদস্য অথবা পরিষদের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুদান এবং অন্য কোন গ্রহণযোগ্য উৎস (যদি থাকে) এই পরিষদের আয়ের উৎস হিসাবে গণ্য হইবে। গৃহীত অর্থ এই পরিষদের নামে ব্যাংক হিসাবে গচ্ছিত থাকিবে ; তবে পরিষদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অনধিক ৫০০০/-

(পাঁচ হাজার) টাকা অর্থ নগদ রাখা যাইবে। পরিষদের ব্যাংক হিসাব সভাপতি, সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। পরিষদের অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন পড়লে সেক্ষেত্রে সম্পাদক/অর্থ সম্পাদকের যে কোন এক জনের এবং সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ ০২- ব্যয় ঃ শিক্ষক পরিষদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনায়, বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ, পরিষদের উদ্দেশ্য এবং কর্মকর্তা ও নির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্যাবলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কাজ অথবা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন কাজে এই পরিষদের অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

সরকারি হরগঙ্গা কলেজ শিক্ষক পরিষদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবার জন্য নিয়মিত ক্যাশ বহি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং বৎসরান্তে (বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে) সভাপতি কর্তৃক নিযুক্ত অডিট টিম দ্বারা অডিট করাইতে হইবে। বিশেষ প্রয়োজনে অন্তবর্তীকালীন সময়েও অডিট করানো যাইবে।

অধ্যায় ১৩. রহিত করণ

অনুচ্ছেদ ০১- এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত কোন বিধি/ উপ-বিধি কিংবা এর অংশ বিশেষ, শব্দ বা শব্দগুচ্ছ সরকারি চাকুরী বিধির পরিপন্থী হইলে সংশ্লিষ্ট অংশটুকু বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ ০২- এই গঠনতন্ত্র সভাপতি (পদাধিকার বলে অধ্যক্ষ) কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়ে অনুমোদিত হবার সাথে সাথে পূর্ববর্তী এ সংক্রান্ত সকল গঠনতন্ত্র/নীতিমালা রহিত বলিয়া গণ্য হইবে।

শিক্ষক পরিষদ গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটি- ২০১৭

ক্র. নং	নাম ও পদবী		স্বাক্ষর
১।	জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ মোল্লা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা	আহবায়ক	(স্বাক্ষর)
২।	জনাব মোঃ নাজমুল হুসাইন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা	সদস্য	(স্বাক্ষর)
৩।	জনাব মোহাম্মদ রাসেল কবির, সহকারী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান	সদস্য	(স্বাক্ষর)

স্বাক্ষরিত

১৩/৮/২০১৭

(প্রফেসর ড. মীর মাহফুজুল হক)
অধ্যক্ষ ও
সভাপতি, শিক্ষক পরিষদ
সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ।